সংবাদ

তারিখ ... 03 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ২ ...

পটিয়ার শতবর্ষী দুটি স্কুল আজও সরকারি হয়নি!

নজরুল ইসলাম, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের পটিয়ায় প্রাচীনতম দুটি স্কুলকে সরকারি অথবা দুটিকে একত্রীকরণ করে সরকারিকরণের দাবি জানিয়েছে পটিয়াবাসী ও উভয় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। স্কুল দুটি চট্টগ্রাম জেলা প্রাচীনতম বিদ্যা নিকেতন। বর্তমান স্কুলে দুটি শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ৩ হাজারেরও বেশি। প্রতি বছর এ স্কুলগুলোতে বিভিন্ন এলাকায় থেকে প্রতিযোগিতায় মাধ্যমে দক্ষিণ চট্টগ্রামের ৭টি উপজেলার শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। এ স্কুলগুলোর হাজার হাজার শিক্ষার্থীরা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাতি অর্জন করে দেশ বিদেশে নক্ষত্র মত আলো ছড়াচ্ছে। জানা যায়, চট্টগ্রাম জেলার প্রাচীনতম দুটি স্কুলগুলোর মধ্যে পটিয়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৪৫ সালে এবং ১৯১৪ সালে আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল দুটি একটি বাইভারীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীনতম এ স্কুল দুটির বয়স শত বছর পার হয়েছে। পটিয়ায় এ দুটি স্কুলকে সরকারি করনের প্রক্রিয়া ১৯৭৯ সালে শুরু হয়। জনশিক্ষা পরিচালকের কার্যালয় থেকে উপ তৎকালিন উপ সচিব এস.জে. করিম পটিয়া মহকুমা সদরে একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং একটি বালক বিদ্যালয় সরকারিকরণের জন্য মনোনিত করার জন্য তৎকালীন পটিয়া মহকুমা প্রশাসক নামজুল আলম ছিদ্দিকীকে নির্দেশ দেন। ১৯৮০ সালে তৎকালিন জনশিক্ষা পরিচালকের নির্দেশ মত স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ পটিয়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ও রাহাতা আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. হাফেজ আহমেদ পটিয়া কলেজ, পটিয়া আবদুর রহমান মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যায়, এ এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়. পটিয়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ৮২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পটিয়া মহকুমা প্রশাসক নাজমুল আলম ছিদ্দিকীর সভাপতিত্বে স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এবং পটিয়া এ. এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়সহ দুটি স্কুলকে একত্রিকরণ করে পটিয়া ইউনাইটেড আর্দশ আবদুস সোবহান রাহাত আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নামে নতুন নাম করণ করেন। এরশাদ সরকারের সময় দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তন হলে কার্যক্রম থমকে যায়। ১৯৯১ সালে তৎকালিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন দেন। পটিয়ার তৎকালীন সংসদ সদস্য মরহুম শাহনেওয়াজ চৌধুরী এবং যোগাযোগমন্ত্রী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম স্কুল দুটিকে সরকারিকরণের জন্য সুপারিশ পত্র প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠান।

সম্প্রতি পটিয়ায় আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও আবদুস সোবহান রাহাত আলী হাই স্কুলকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সরকারিকরণের দাবিতে ২৮ আগস্ট শুক্রবার পটিয়ার এমপি শামশুল হক চৌধুরীর সাথে এবং এক মতবিনিময় সভা পটিয়া ক্লাব হলে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হয়। রাহাত আলী হাই স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ সোলায়মান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও জেলা বাসদ নেতা কমরেড স.ম. ইউনুছের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, পটিয়া পৌর মেয়র ও পৌর আ'লীগের সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল আলীম, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার মহিউদ্দিন চেয়ারম্যান, দক্ষিন জেলা যুবলীগের সভাপতি আ.ম.ম টিপু সুলতান চৌধুরী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ছৈয়দ, দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কাউন্সিলর আমির হোসেন, পৌর আ'লীগের সাবেক আহবায়ক মোহাম্মদ হানিফ, পৌরসভা এলডিপির সাধারন সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ এয়াকুব, উপজেলা সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা পুলক কুমার দাশ, এ এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা ছগীর মোহাম্মদ, স্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিক এ টি এম তোহা, পৌর আ'লীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক আইয়ুব বাবুল, জেলা বাসদ নেতা সেলিম উদ্দিন, উপজেলা ইসলামী ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মো. আলী হোসেন, উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক শ্যামল দে, দক্ষিণ জেলা যুবলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাজিম উদ্দিন পাভেজ, পৌরসভা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম সিদ্দিকী, ব্যাংকার আমীর হোসেন, এডভোকেট খুরশীদুল আলম, পটিয়া ক্লাবের সাধারন সম্পাদক জালাল উদ্দিন, হুলাইন ছালেহ নুর ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক অজিত কুমার মিত্র, সনাক টিআইবির আহ্বায়ক এস এম এ কে জাহাঙ্গীর, আ'লীগ নেতা নাছির উদ্দিন (পন্না), মোস্তফা কবির, পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদ নেতা অধ্যাপক ভগীরথ দাশ, রাহাত আলী হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শাহাদাত হোসেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য আবদুল হান্নান শিটন, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান আজমল হোসেন জামাল, ব্যবসায়ী ইমরান, রাশেদ কবির আরমান প্রমুখ। তারও আগে ১৯৯২ সালের ৯ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তৎকালীন পটিয়ার সাংসদ মো. শাহনেওয়াজ চৌধুরী মন্টু এ বিদ্যালয়টি ও আবদুস সোবহান রাহাত আলী হাইস্কুলকে একত্রকরণ করে জাতীয়করণ করতে একটি সুপারিশ পত্র (ডিও লেটার) দেন। এব্যাপারে পটিয়া এ এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা ছগীর মোহাম্মদ জানান, পটিয়া উপজেলায় একটি স্কুলকে সরকারিকরণের দাবি এখন পটিয়াবাসীর গণদাবিতে পরিনত হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব পটিয়ায় পটিয়া স্কুল আর রাহাত আলী স্কুলকে একত্রীকরণ করে সরকারিকরণের ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানান। এ ব্যাপারে পটিয়া এ এস রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সোলায়মান চৌধুরী বলেন পটিয়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পটিয়া একটি সারা দেশে-ঐতিহ্যবাহী উপজেলা এ উপজেলায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারী করনের জন্য দাবী জানিয়ে আসছে পটিয়াবাসী, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এ যাবৎ সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার থেকে। পটিয়া একটি স্কুলকে বা দুটি স্কুলকে একটি সরকারিকরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণায়লসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকটস্দাবি জানান তিনি।

> পটিয়া আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় ১৮৪৫ সালে এবং ১৯১৪ সালে আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়